বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষে হোক শপথ
আকাশ চলাচল
রাখবো নিরাপদ

DECEMBER 7 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION DAY 2021

Advancing Innovation for Global Aviation Development

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল উন্নত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা। সে লক্ষ্যে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় তদানীন্তন ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) কে একটি প্রাদেশিক সংগঠন থেকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পূর্ণাঙ্গ সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়। সে সময়ে বর্তমান সিএএবি (সাবেক DCA ও ADA) কর্তৃক যাত্রী সেবা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে জাতির পিতার দিকনির্দেশনায় নকশা পরিবর্তন করে তেজগাঁও বিমানবন্দরে ভিআইপি ফ্যাসিলিটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাশাপাশি, প্রতিবেশি বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের সাথে আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার নিমিত্ত ১৯৭৪ সালে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি (Air Service Agreement) সম্পাদন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ যাবৎকাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫২টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) ও সাবেক এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) কে একীভূত করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) গঠন করা হয়। বেবিচক বাংলাদেশ সরকারের 'Designated Authority' রূপে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ICAO এর Convention ও Annex সমূহ প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড, বিধিবিধান প্রণয়ন ও মনিটর করে। এছাড়া, বিমানবন্দর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিসসহ বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসও বেবিচক প্রদান করে থাকে।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে বেবিচকের আওতায় নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নসহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর হতে আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চলাচল সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুনরায় ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ের ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি (পেভমেন্ট ক্লাসিফিকেশন নাম্বার-পিসিএন) বৃদ্ধির মাধ্যমে এ বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়েতে উড়োজাহাজের নিরাপদ উড্ডয়ন-অবতরণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিমানবন্দরে সুপরিসর উড়োজাহাজের পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, স্বল্পতম সময়ে কার্গো স্ক্যানিং সম্পন্ন করার জন্য আধুনিক স্ক্যানিং মেশিন সংযোজিত হয়েছে।

২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, তুরস্ক, আজারবাইজান, লুক্সেমবার্গ ও জর্ডানের সাথে প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বেবিচককে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজশাহী, সৈয়দপুর ও বরিশালে পুনরায় ফ্লাইট চালু করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়েকে বোয়িং ৭৩৭ টাইপের বিমান চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আধুনিক নেভিগেশন যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাডার স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সুপরিসর কার্গো ও প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফটের পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিমানবন্দরসমূহে নিরাপত্তা কাজে এক বিশাল প্রশিক্ষিত জনবল কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যারা বর্তমানে ঢাকা-লন্ডন ফ্লাইটসহ সকল ফ্লাইটের নিরাপত্তা কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করছেন।

২০১৯ সালে টানা তৃতীয় বারের মতো সরকার গঠনের পর বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বেবিচক ICAO-এর ফ্লাইট সেফটি সমীক্ষায় ঈর্ষণীয় ৭৫.৪৬ ভাগ নম্বর অর্জন করেছে, যা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আকাশপথে অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ নির্বিঘ্নকরণসহ ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ যুগোপযোগী করার নিমিত্ত আকাশপথে পরিবহণ (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন ২০২০ (২১ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নের নিমিত্ত তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নত প্রযুক্তি সম্বলিত ০৬টি বডি স্ক্যানার বসানো হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো স্ক্যানিং ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দুটি ইডিএস (এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম) বসানো হয়েছে। ঢাকা-টরেন্টো সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার জন্য ট্রান্সপোর্ট কানাডার সাথে কার্যক্রম চলছে।

আকাশপথে দেশের ক্রমবর্ধমান যাত্রীর চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল নির্মাণ অনেকটা দৃশ্যমান। এ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এখানকার চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বেশি অর্থাৎ বছরে প্রায় ১২ মিলিয়নের বেশি অতিরিক্ত যাত্রীকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, দেশের কার্গো চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি-রপ্তানি উভয় কার্গো কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ কাজ চলছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়েকে সমুদ্রের দিকে ১৭০০ ফুট বর্ধিত করে ১০৭০০ ফুটে উন্নীতকরণসহ সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। বাগেহাটে খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরাপদ উড়োজাহাজ উড্ডয়ন-অবতরণের লক্ষ্যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে সুপরিসর উড়োজাহাজ (বোয়িং-৭৭৭ টাইপ) চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে এ বিমানবন্দর হতে সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এ কাজ সম্পন্ন হলে প্রতিবছর নতুন করে সেবার আওতায় আসবে ১৮ লক্ষ যাত্রী। অপরদিকে নিরাপদ উড়োজাহাজ উড্ডয়ন-অবতরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে। আকাশপথে বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ যাত্রী চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে যশোর বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরে টার্মিনাল সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বিদ্যমান টার্মিনাল নবরূপায়ন কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া যশোর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও শাহমখদুম বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

নিরাপদ উড়োজাহাজ চলাচলের স্বার্থে শাহ্ আমানত ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে RVR (Runway Visual Range) পরিমাপক যন্ত্র এবং AWOS (Automated Weather Observation System) সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংস্থাপন কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। সমগ্র দেশের এয়ারস্পেসের উপর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা, বিমান পরিচালনায় অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমাবন্দরে একটি যুগোপযোগী সিএনএস ও এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংস্থাপনের নিমিত্ত একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য Thales Technology, France এর সাথে ২১-১০-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিমানবন্দরের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের ফলে নিরাপদ যাত্রী সেবা প্রদানের পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন গন্তব্য বাংলাদেশের আকাশপথের সাথে যুক্ত হবে বলে আমরা আশাবাদী। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জিডিপি বৃদ্ধি ও বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৭ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবস। সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশও দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দিবসটিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । ১৯৪৪ সালের এই দিনে শিকাগোতে ৫২টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অরগানাইজেশন বা আইকাও, যা জাতিসংঘের একটি অঙ্গসংস্থা হিসেবে বিশ্বব্যাপী আকাশপথে চলাচলের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখার জন্য কাজ করে চলেছে। বর্তমানে আইকাও-এর সদস্য দেশ ১৯৩টি।

আকাশপথে ক্রমবর্ধমান বিমান চলাচলের বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশও বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে দেশের এভিয়েশন খাত বিকশিত হয়ে উন্নীত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাড়ছে দেশের আকাশ পথে সংযোগের পরিধি। জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা অনুসারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সারাদেশে বিমান পরিবহণ অবকাঠামোর যুগোপযোগী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, যাত্রীসেবা বৃদ্ধি, কারিগরি ও জনদক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপদ ও সুষ্ঠু বিমান চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে দেশের সকল বিমানবন্দরে উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক ৩য় টার্মিনাল নির্মাণ, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নয়ন ও আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সমুদ্রের মধ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণ, বিমানবন্দর সমূহের নিরাপত্তা আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণ এবং সর্বাধুনিক রাডার স্থাপনসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। সিভিল এভিয়েশন খাতে দক্ষ ও মেধাবী জনবলের অপ্রতুলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীত করণের কাজও এগিয়ে চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দেশের এভিয়েশন শিল্প উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ২০২১ সালে আমাদের মহান নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষের' পাশাপাশি আমরা পালন করছি মহান স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি। বাঙালির ইতিহাসের দুই অবিস্মরণীয় মাইলফলকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ে তোলার জন্য আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব আলী এমপি

সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল দিবস। ১৯৯৬ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে সদস্য দেশগুলো প্রতিবছর ৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল দিবস করে আসছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) প্রতিবছরের মতো এবারও দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি বেবিচক এর এই উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিমান চলাচলকে সুরক্ষিত, নিরাপদ ও সুদক্ষ করে তোলাই আমাদের সমন্বিত উদ্দেশ্য। এর সাথে সঙ্গতি রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিমান পরিবহন অবকাঠামো ও সুবিধাদির উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটেছে দুর্বার গতিতে।

বিগত দুই বছর ধরে কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বের বিমান পরিবহন খাতে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব রেখে চলেছে। ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের উদ্ভবও নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এ দিবসটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

আমরা এ বছর পালন করছি বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী। বঙ্গবন্ধুর শান্তি ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বিমান চলাচল সেক্টরে উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবারের আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল দিবসটিকে একটি অনন্য মাত্রা দিয়েছে। আমি এ দিবসে বেবিচক এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাণী

আজ ৭ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবস। বিশ্বজুড়ে নিরাপদ এবং দ্রুততম ভ্রমণের ক্ষেত্রে 'এভিয়েশন' এর অবদানকে স্বীকার করে আকাশপথে ভ্রমণকারী সকল যাত্রী ও বেসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' পালনকালে আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবস-২০২১ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য বহুগুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে।

১৯৪৪ সালে বিশ্বনেতাগণ শিকাগো কনভেনশনে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিশ্বের সিভিল এভিয়েশন ক্ষেত্রে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমতার নীতি স্থাপনের যে ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজও তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী ১৯৩টি দেশ একযোগে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। শিকাগো কনভেনশনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত International Civil Aviation Organization (ICAO) আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন নিরাপদ রাখতে সার্বক্ষণিকভাবে সদস্য দেশগুলোকে সহযোগিতা করছে। স্বাধীনতাউত্তর জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গঠিত হয় বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন। অতঃপর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই বাংলাদেশ লাভ করে ICAO এর সদস্যপদ। উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে এযাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় দশ হাজারেরও অধিক মানদণ্ড অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও প্রতিপালনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ICAO কাউন্সিল কর্তৃক ২০১৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সিভিল এভিশন দিবস এর প্রতিপাদ্য- "Advancing Innovation for Global Aviation Development" কে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি যাত্রী সেবার মানউন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক সেবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের বিমান চলাচল ক্ষেত্রের নেভিগেশন ব্যবস্থাটি অত্যাধুনিক রাডারের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে "Installation of RADAR including CNS-ATM (Communication Navigation and Surveillance Air Traffic Management)-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এই লক্ষ্যে এ বছরের অক্টোবর মাসে সিএএবি ফ্রান্সের Thales LAS France (TLF) নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করছে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ICAO এর Aviation System Block Upgradation (ASBU) বাস্তবায়নে একধাপ এগিয়ে যাবে এবং দেশের বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা এক যুগান্তকারী সক্ষমতা অর্জন করবে। এছাড়া বর্তমান বিশ্বের এভিয়েশন ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন- "Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)" তথা ড্রোনের বিধিবদ্ধ পরিচালনা নিশ্চিত করতে যুগোপযোগী বিধান প্রণয়নের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে COVID-19 এর প্রভাবে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এভিয়েশন খাত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেবিচক ইতোমধ্যে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের উন্নয়নের বার্তাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পৌছে দিতে আগামী ২০২২ সালের ICAO কাউন্সিল নির্বাচনের Part-3 তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে ICAO এর কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে এভিয়েশন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একধাপ এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এভিয়েশন বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণীতে দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশকে আঞ্চলিক হাব হিসেবে গড়ে তোলার জাতির পিতার যে স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা-আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এভিয়েশন খাতকে দেশের GDP তে উল্লেখযোগ্য অবদানকারী খাত হিসেবে রূপান্তর করতে চাই- এটাই হোক মুজিববর্ষের এই দিনে- আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবসে বেবিচকের প্রত্যাশা।

আমি আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবসের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ধন্যবাদ।

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান

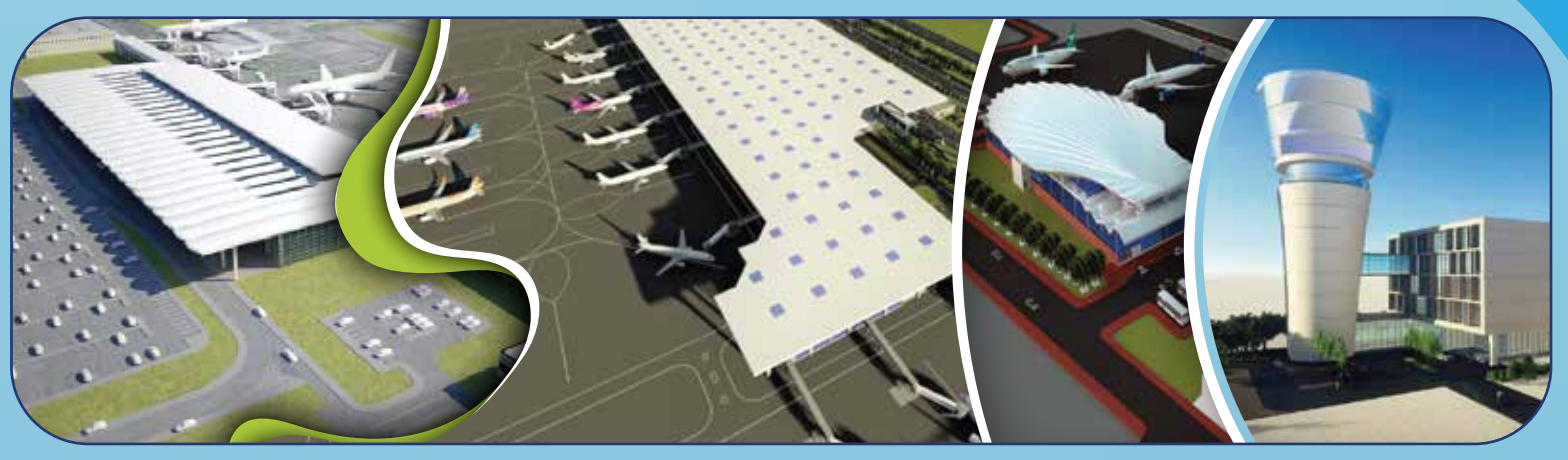

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ।